5-11-49

আদেশ

পরিচালনা :

চন্দ্রশেখর বসু

সঙ্গীত :

রবি রায়

❀ রূপায়ণে ❀

মলিনা ■ বিপিন ■ তুলসী ■ জহর

গীতা সোম ■ অপর্ণা

গুরুদাস ■ মণিকা

রাধা ফিল্মসের পরবর্ত্তী আকর্ষণ

একমাত্র পরিবেশক :—মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

কানাইলাল ঘোষালের নিবেদন——

রাধা ফিল্মসের

আশাবরী

কাহিনী—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

অপূর্ব্ব কুমার মিত্র

আলোকচিত্র

ধীরেন দে

সুর সংযোজক

জটাধর পাইন

গীতিকার

সুবোধ পুরকায়স্থ

প্রধান শব্দযন্ত্রী

নৃপেন পাল, এম, এস, সি,

শব্দানুলেখন

শচীন চক্রবর্ত্তী

পরিস্ফুটন

ধীরেন দে (কে নি)

শিল্প নির্দ্দেশ

শুভো মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা

নানা বোস

ব্যবস্থাপনা

সুখেন চক্রবর্ত্তী

তত্ত্বাবধান

মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রূপসজ্জা

গোষ্ঠ দাশ, আকবর,

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—**চন্দ্র কুমার ষ্টোর্স**

সহকারী

পরিচালনা

বারীন রায়, রবীন সরকার

সুকুমার সরকার

আলোকচিত্র

সুধীর মিত্র, নরেশ নাথ

আলোকসজ্জা

গোপাল কুণ্ডু, জগন্নাথ ঘোষ,

প্রভাকর নায়ক, রাধামোহন চৌধুরী

সতীশ সেন

শব্দানুলেখন

ইন্দু অধিকারী, মানস মুখোপাধ্যায়

পরিস্ফুটন

লালমোহন ঘোষ, সুধীর ঘোষাল

ভোলা গড়াই

শিল্প নির্দ্দেশ

অনিল পাইন, কবীন্দ্র দাশগুপ্ত

সম্পাদনা

মধু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল সরকার

ব্যবস্থাপনা

মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপসজ্জা

গোবিন্দ পাল

স্থিরচিত্র—**ষ্টীল ফটো সর্ভিস,**

রূপায়ণে—জহর, বিমান, বিপিন, হরিধন, তুলসী, অজিত, পদ্মা, অপর্ণা, রেবা, নিখিল, মধুসূদন, ভানুবাবু

—আশাবরী—

খুলনা জেলার অন্তর্গত শিবানীপুর গ্রাম—কপোতাক্ষ আজও শিবানী-পুরের কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে। মুখুজ্যেরা এ অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার ছিল এককালে। এই মুখুজ্যে বংশের ভিটে আঁকড়ে ধরে রইল শেষ পর্য্যন্ত বড়বৌ ভবতারা—সন্ধ্যে হলে তুলসীমঞ্চে নিয়মিত প্রদীপ দেয়—শ্বশুরের ভিটেতে সন্ধ্যে পড়বে না ভেবে আকুল হয়ে পড়ে। এই অন্ধকার শূন্যপুরী আগ্‌লে বসে থাকে ভবতারা, কিন্তু কিসের আশায়?

ছোটবৌ গিরিবালা অনেকদিন আগেই শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে কলকাতায় বাসা বেঁধেছিল। গিরিবালার স্বামী কলকাতায় কাঠের ব্যবসা করত। হঠাৎ একদিন কাঠের গোলায় আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গিরিবালার স্বামী আগুনে পুড়ে মারা গেল—একমাত্র মেয়ে শক্তির ভার নিল পাশের বাড়ীর অশোক। অশোক শক্তিকে ভালবাসত। শক্তির বাবাকে মৃত্যুশয্যায় অশোক প্রতিশ্রুতি দিল "শক্তির জন্য ভাববেন না কাকাবাবু, শক্তির ভার আমি নিলাম"। কপাল পুইয়ে একমাত্র মেয়ে শক্তির হাত ধরে বিধবা গিরিবালা একদিন ফিরে এল শিবানীপুরে ভবতারার আশ্রয়ে। ভবতারা আশ্রয় দিল, কিন্তু তাদের আপন করে নিল কি?

ভবতারার বোন্‌পো নবগোপাল গ্রামে মানুষ—লেখাপড়া শেখেনি, বেশভূষায়, কথাবার্ত্তায়, চালচলনে গ্রাম্যজীবনের অনাড়ম্বর স্থূল প্রকৃতিই স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। নবগোপাল শক্তিকে ভালবাসল—শক্তির কাছে তার ভালবাসার কথা ব্যক্তও করে ফেলল। ভবতারা এই দুজনের মিলন কামনা করে অনেক সুখস্বপ্ন দেখতে লাগল। স্বপ্ন সত্য করে তুলতে হবে—ভবতারা মনে মনে সঙ্কল্প করল। অপরদিকে শক্তির মা গিরিবালা প্রতিজ্ঞা করল—কপোতাক্ষের জলে ভাসিয়ে দেব, তবু নবগোপালের হাতে মেয়ে দেব না, কিসের জন্য এত কষ্ট করে মেয়েকে লেখাপড়া শেখালাম।

এদিকে কিন্তু শিবানীপুরে আসা অবধি অশোকের কোন খবরই পায় না গিরিবালা—চিন্তিত হয়ে পড়ে। একদিন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে শক্তিকে রেখে গিরিবালাও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। গিরিবালার মৃত্যুশয্যায় নবগোপাল কথা দিল "শক্তির জন্য ভেব না মাসী, আমি থাকতে শক্তির গায়ে একটা আঁচড়ও পড়বে না"।

সহরে রুচি ও গ্রাম্য রুচির সংঘাতে পড়ে কি নবগোপালের ভালবাসা উপেক্ষিত হল? সহরে দাম্ভিকতা নারীত্বের কোমলতা হরণ করেছে? তাই কি শক্তি নবগোপালের অনাড়ম্বর ভালবাসার মূল্য দিতে পারল না?

শক্তি তো সত্যিই সহরের আলোকপ্রাপ্তা মেয়ে। অশোক আধুনিক—স্বল্প তার রুচি, বেশভূষা, চালচলন—অর্থবান জমিদার—রূপে-গুণে-অর্থে আলো করা ছেলে। শক্তি এই অশোককে ভালবাসে—নবগোপালকে একথা একদিন স্পষ্ট জানিয়েও দিল সে। তারপর .....

আমার কিসে ভাল জানিস ভাল
তুই শিবাণী শুভঙ্করী
ওমা দুঃখ কি তুই দিতে পারিস
দুখহরা নামটী ধরি।
আমি গায়ে মেখে সুখের ধূলি
কি ঘুমে মা ছিলেম ভুলি
ঘুম ভাঙ্গানোর ছোঁয়ায় কাঁদি
ঘুমের ঘোরে হে শঙ্করী।
এবার কমল ফোটাবি কি চোখের জলের সরোবরে
তাই বুঝি মা দিবানিশি এমন করে অশ্রু ঝরে।
আমার আকাশ করি আলোকহারা
তারা তুই হবি কি ধ্রুব তারা।
আশা ভাঙ্গার বীণায় শুনি
বাজে যেন আশাবরী।

●

বলাই এনে দেরে এনে দে
আমার প্রাণ বুঝি আর রয়না কানু বিহনে।
আমার চোখ গেল কেঁদে কেঁদে
আমার নয়নমণি না হেরিএ নয়নে।
আমার দুধের বাছনি ও যে
মা হারায়ে শুধুই খোঁজেরে
আমি শুনি যেন মা মা বলে
কেঁদে ওঠে স্বপনে।
কাল স্বপ্নে আমি দেখিলাম
কানু আমার খেলতে গেল কালীদহেতে
তোরে বলবো কিরে বলরাম
দেখি জড়িয়েছে নাগ বাছার ননীর দেহেতে
যেন কানু আমায় মা মা বলে
ডাকছে কেঁদে নিতে কোলে
ঘুমের মাঝে আমি হাত বাড়িয়ে
জেগে কাঁদি শয়নে।

ওরে মন, মন, মন আমার
দুখেরে তুই করিস নেরে ভয়—
ও তোর সুখের মণি দুখের ফণী
আপন শিরে বয়।
যদি ঝড় এসেছে আসুক না সে
মিছে কেন মরিস ত্রাসে
ও সেই বাদল হয়ে ঝরবে যে রে
করবে তোরে ফলময়।

১০৯ ধারা
পরিচালনা :—
অপূর্ব্ব মিত্র
সঙ্গীত :—
জটাধর পাইন
✻ রূপায়ণে ✻
মলিনা, স্মৃতিরেখা, বিপিন,
বিমান, পদ্মা, শিশুবালা,
রূপেন, রেবা, অর্পণা
অমর
প্রস্তুতির পথে
—রাধা ফিল্মসের অভিনব আকর্ষণ—
একমাত্র পরিবেশক—মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

রাধা ফিল্মসের

নিবেদন

এ্যারিষ্টোক্রেসী

■

কাহিনী— নিত্যহরি ভট্টাচার্য্য

পরিচালনা— দিলীপ মুখার্জ্জি

সঙ্গীত— রবি রায়

■

—রূপায়ণে—

অনুভা, জহর, বিপিন, পদ্মা,

অজিত, রেণুকা, রেবা

■

=মুক্তি প্রতীক্ষায়=

একমাত্র পরিবেশক—

মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

রাধা ফিল্মস লিঃ এর পক্ষ হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং পাবলিসিটি ষ্টুডিও, ১৬৭/২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

মূল্য—দুই আনা